14

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 11 DEC 1998
পৃষ্ঠা 7 কলাম 7

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনের প্রস্তুতি

ছাত্রী লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটলেও শিক্ষকরা অভিযুক্ত হচ্ছেন না

পিনাকী রায় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষকদের অশালীন আচরণ ও যৌন নির্যাতনের অভিযোগে কয়েকটি ছাত্র সংগঠন আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সম্প্রতি একজন ছাত্রী এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে এ জাতীয় অভিযোগ আনলে ছাত্রীদের ওপর যৌন নির্যাতনের বিষয়টি ক্যাম্পাসে বহুল আলোচিত হয়। কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রবীণ শিক্ষক জানিয়েছেন, ইতিপূর্বে এ জাতীয় তদন্ত কমিটি একাধিকবার গঠিত হয়েছে। কিন্তু কোনোবারই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করা যায়নি। তবে এ ধরনের ঘটনা যে ঘটছে শিক্ষকরা তা আকারে ইঙ্গিতে স্বীকার করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক ছাত্রীদের সঙ্গে অসদাচরণ করেছে অথবা অশালীন প্রস্তাব দিয়েছে এটা ক্যাম্পাসে নিত্য আলোচনার বিষয়। অবশ্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ খুব কম ছাত্রীই উত্থাপন করে থাকে। এ পর্যন্ত যেসব লিখিত অভিযোগ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌছেছে তার কোনোটিই সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করা যায়নি। কিছু কিছু ঘটনার প্রমাণ পাওয়া গেলেও সুস্পষ্ট কোনো সাক্ষ্য বা আলামত না থাকায় শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি।

১৯৯৪ সালে অর্থনীতি বিভাগের একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। তদন্ত কমিটির কাছে সাক্ষীরা 'দরজা বন্ধ অবস্থায় ফিস ফিস মেয়ে কণ্ঠের আওয়াজ শুনেছেন', 'একদিন একটি মেয়েকে তার কক্ষ থেকে অত্যন্ত বিধ্বস্ত অবস্থায় বের হয়ে যেতে দেখা গেছে' ইত্যাদি জানায়। এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তদন্ত কমিটি ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে মেয়েদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ সম্পর্কে কোনো প্রমাণিক তথ্য বা চাক্ষুস প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে রিপোর্ট দেয়। রিপোর্টে আরো বলা হয়, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মেয়েদের শ্লীলতাহানির সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া কঠিন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একজন প্রবীণ শিক্ষকের বিরুদ্ধে ১৯৯১ সালে অনুরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হয়। প্রমাণের অভাবে সেবার তাকে শুধু সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। কয়েক মাস পূর্বে একজন ছাত্রী একই শিক্ষকের বিরুদ্ধে মৌখিকভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে তাকে অশালীন প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ জানায়। প্রমাণের অভাবে ও লিখিত অভিযোগ না থাকায় এই ঘটনায় তদন্ত কমিটিই গঠিত হয়নি।

এক বছর আগে বৃত্তি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে এক কিশোরীর ওপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগে এক শিক্ষককে সেখান থেকে ফেরত পাঠানো হয়। তার বিরুদ্ধে এক বছর ধরে তদন্ত চলছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের এ শিক্ষককে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগেরই অপর এক চল্লিশোর্ধ শিক্ষকের নামে সম্প্রতি উপাচার্যের কাছে অসদাচরণের লিখিত অভিযোগ করেছে লোক প্রশাসনের এক ছাত্রী। এ ঘটনা জানাজানি হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রীরা এ শিক্ষকের বিচার দাবিতে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। গত বুধবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে রোকেয়া ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠানে উপাচার্যের উপস্থিতিতে ছাত্রীরা ঐ শিক্ষকের বিচারের দাবিতে মিছিল করে। মেয়েদের হলে, হলে অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিচার দাবিতে আন্দোলনের প্রচারণা চালানো হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদেরকে 'নৈতিক' সমর্থনও দিচ্ছেন। ছাত্রফ্রন্ট, জাতীয় ছাত্রদল অভিযুক্ত শিক্ষকের বিচার দাবিতে ইতিমধ্যে মিছিল সমাবেশ করেছে। ছাত্রফ্রন্ট আগামী ১৫ ডিসেম্বর এ ব্যাপারে উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।